দৈনিক ইত্তেফাক

সোমবার ২৪ বৈশাখ ১৪১৯
৭ মে ২০১২

প্রকৃতির প্রশ্নের মুখে বিজ্ঞান

বিশ্ব উষ্ণায়নের প্রভাবে গাছপালায় আর প্রকৃতিতে সমস্যা হবে, বসন্তের উদ্ভাস হবে দেরি করে। কিংবা বসন্ত আসবেই না সহজে বহু জায়গায়। বিজ্ঞানীদের এমন তথ্যকে প্রশ্নের মুখে ফেলে দিয়েছে 'নেচার পত্রিকায় প্রকাশিত এক নতুন সমীক্ষা। এতে বলা হয়, প্রকৃতি বরং এসব 'ভয় দেখানোকে' আদৌ পাত্তা না দিয়ে বসন্তকে আগেভাগে এনে ফেলে উল্টো মানুষের জ্ঞানগম্যিকেই দিয়েছে প্রশ্নের মুখে ফেলে! ফলে এখন বিশ্ব উষ্ণায়নের বিশেষজ্ঞদের অনেকেই বেশ সমস্যায় পড়েছেন এই আগাম ভবিষ্যদ্বাণী মিথ্যে হয়ে যাওয়ায়।

বিশ্ব উষ্ণায়ন

গবেষণাগারে বিজ্ঞানীরা সচরাচর এক ধরনের গ্রিন হাউজ বা গাছপালার থাকার জন্য কাঁচের আধারের বিশেষ বাড়ি তৈরি করে গ্লোবাল ওয়ার্মিং বা বিশ্ব উষ্ণায়নের পরিমাপ করা হয়। মোট ১,৬৩৪টি বিভিন্ন প্রজাতির গাছপালা ইত্যাদির ওপরে গত বিশ বছর ধরে গ্রিন হাউজে নিরীক্ষা চলে আসছে ক্যানাডার ভ্যাঙ্কুভারে ইউনিভার্সিটি অফ ব্রিটিশ কলাম্বিয়ার বিশেষ গবেষক তথা বিজ্ঞানী ড. এলিজাবেথ ভলকোভিচ সে প্রসঙ্গেই জানাতে গিয়ে বলেছেন, তাজ্জব ব্যাপার হলো, আমাদের গবেষণাতে যা ফলাফল দেখা দিয়েছিল, মূল প্রকৃতি সেটাকে সম্পূর্ণ পাল্টে দিয়েছে!

নিউইয়র্কের কলাম্বিয়া ইউনিভার্সিটির ল্যামন্ট ডোহার্টি আর্থ অবজারভেটরির বিজ্ঞানী এবং এলিজাবেথ ভলকোভিচের সঙ্গে নেচার পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধের সহ-লেখক বেঞ্জামিন কুক জানিয়েছেন, আসলে গবেষণাগারের অভ্যন্তরে ব্যবহৃত মাটি, তাতে সারের তারতম্য ইত্যাদির সঙ্গে প্রকৃতিকে তো একেবারে হুবহু মেলানো সম্ভব নয়। তার ফলে এমন সামান্য ভুলচুক হয়ে থাকতে পারে। কথা হলো, মূল প্রকৃতির হাতে যে অপার রহস্যের চাবিকাঠি রয়েছে, তার সন্ধান মানুষ পেয়েছে বলে ভাবলেও সবকিছু তো আর প্রকৃতি মানুষকে আজও জানায়নি। তবুও বিশ্ব উষ্ণায়নের আতংককে কিছুটা মিথ্যে প্রমাণ করার পরেও এ কথা মানতেই হবে যে, প্রকৃতির ক্ষতি করেছে, করছে মানুষই।সামলাতে হলেও সেই মানুষেরই সাহায্য প্রয়োজন।—ডয়চে ভেলে